প্রথম আলো

তারিখ ... 17 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৬ ...

১৩৫ বছর পরও আলো ছড়াচ্ছে সেন্ট গ্রেগরি

বাইরে সীমানাদেয়াল। ভেতরে গাছগাছালিতে ঘেরা একটি ভবন। শত বছরের পুরান ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণের এমন একটি পুরোনো ছবি পাওয়া গেল ঢাকার পুরোনো ছবির বিভিন্ন সাইটে। পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের এই স্কুলটি ঢাকার প্রাচীন স্কুলগুলোর মধ্যে একটি। ইতিহাস খুঁজতে ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুনের *ঢাকা : স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী* এবং শরীফ উদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত *ঢাকা কোষ* থেকে জানা গেল, ইংরেজ ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের জন্য ১৮৯২ সালের জানুয়ারি মাসে স্থাপিত হয়েছিল স্কুলটি। বেলজিয়াম থেকে আগত খ্রিষ্টান মিশনারি ফাদার গ্রেগরি দ্য গ্রেট স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্কুল আর চার্চ তখন একসঙ্গেই ছিল। এই স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন ফাদার গ্রেগরি দ্য গ্রেট। প্রথম যে বাড়িতে স্কুলটি চলত, সেটি এখন আর নেই। বর্তমানে পশ্চিমাংশে যেখানে সহকারী প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকদের বিশ্রামাগার, সেখানে কয়েকটি ক্লাস নেওয়া হতো। স্কুলটি শুরু হয়েছিল মাত্র দুজন শিক্ষক, ২৬ জন ছাত্র ও ১৬ জন ছাত্রী নিয়ে। ১৮৯৯ সালে স্কুলটি সরকারি স্বীকৃতি পায়। সেন্ট গ্রেগরি বাঙালিদের জন্য স্থাপিত হয়নি। মূলত এটি ইউরোপিয়ান স্কুল হিসেবেই পরিচিত ছিল। কিন্তু আইন মোতাবেক স্কুল কর্তৃপক্ষ মোট ছাত্রছাত্রীর ১৫ শতাংশ বাঙালি ভর্তি করতে পারত। ১৯০৬ সালে এই স্কুলের জন্য নতুন জমি কেনা হয়, যা এখন স্কুলের খেলার মাঠ। বর্তমান লাইব্রেরি কক্ষ তৈরি হয় ১৯০৮ সালে। ১৯১২ সালে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত এখানে ছেলে ও মেয়ে একসঙ্গে লেখাপড়া করত। পরবর্তী সময়ে এটি খ্রেজ স্কুলে পরিণত হয়। ১৯১৫ সালে এই স্কুলে ল্যাটিনের বদলে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা স্বীকৃতি পায়। ১৯২৪ সালে সেন্ট গ্রেগরি ঢাকা বোর্ডের কাছে অনুমতি চায়, যাতে স্কুলের ছাত্ররা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে পারে। এরপর বোর্ড স্কুলটিকে স্বীকৃতি দেয়। ভারত বিভাগের সময় কলেজিয়েট স্কুলের ক্লাস হতো সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে। সেন্ট গ্রেগরি কলেজের ক্লাসও শুরু হয়েছিল এই স্কুলে। তবে এখন সেটি পরিচিত নটর ডেম কলেজ হিসেবে। ১৯৫৩ সালে এখান থেকে নটর ডেমকে মতিঝিলে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯২৮ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত এই স্কুল থেকে ঢাকা বোর্ডে এসএসসিতে প্রথম হয়েছিল ১১ জন। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, ড. কামাল হোসেন, পশ্চিমবঙ্গের একসময়ের অর্থমন্ত্রী শংকর ঘোষ, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, জামিলুর রেজা চৌধুরীসহ দেশ-বিদেশের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। কেউ চাইলেই পুরান ঢাকায় গিয়ে দেখতে পারেন প্রতিষ্ঠার ১৩৫ বছর পরেও আলো ছড়ানো স্কুলটি।

লেখা : **শরিফুল হাসান**। ছবি : **সাইফুল ইসলাম**